কালের কণ্ঠ

18 NOV 2013

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক

বিনা মূল্যের বইয়ে 'ধারে প্রদত্ত ফেরত দিতে হইবে' শর্ত

কৌশিক দে, খুলনা ►

সরকার প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে নতুন পাঠ্য বইয়ের ব্যবস্থা করলেও বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পুরনো বই ফেরত নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এ ধরনের কোনো নিয়ম নেই বলে দাবি করলেও খুলনার বেশির ভাগ স্কুলের বইয়ে 'ধারে প্রদত্ত, ফেরত দিতে হইবে' সিল ব্যবহার করা হয়েছে। অভিভাবকরা বলেছেন, শুধু বই ফেরতই নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি সেট বই গ্রহণ করতে তাদের কাছ থেকে অর্থও আদায় করে। আর পুরনো বই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে শিক্ষকরা কেজি দরে বিক্রি করেন।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, মহানগরীসহ খুলনায় বর্তমানে এক হাজার ১২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণকৃত বইয়ের প্রতিটিতে দুটি করে সিল ব্যবহার করা হয়েছে। 'বই বিতরণ-২০১৩' উল্লেখ করে প্রতিটি বইয়ের কভারের ওপর থানা শিক্ষা অফিসের নামে এবং বইয়ের ভেতরে লেখক পরিচিতি পাতায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নামে আরো একটি সিল দেওয়া হয়েছে। উভয় সিলেই 'ধারে প্রদত্ত, ফেরত দিতে হইবে' বাক্যটি লেখা রয়েছে। নগরীর দৌলতপুরের কার্তিককুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ঊর্মি, পপি, রুমানাসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর বইয়ে এ ধরনের সিল দেখা যায়। অভিভাবকরা জানান, ওই স্কুলের বিতরণকৃত ৩০০ সেট বইয়েই সিল মেরে বই ফেরতের শর্ত দেওয়া হয়েছে। অভিভাবক শানু বেগম, লাভলী বেগম, রফিকুল ইসলাম ও সাবিনা বেগম বলেন, কার্তিককুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া তাঁদের সন্তানদের প্রতিটি বইয়েই 'ধারে প্রদত্ত, ফেরত দিতে হইবে' কথাটি লেখা রয়েছে। প্রতিবছর নতুন বই নেওয়ার আগে পুরনো বই ফেরত ও ৫০ টাকা দিতে হয়। আর শিক্ষকরা পুরনো বইগুলো কেজি দরে বিক্রি টাকা নিজেদের পকেটে নিয়ে নেন। তবে এসব বিষয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রধান শিক্ষকরা কিছু বলতে চাননি। বই বিতরণের সময় নগরীর বিনাপানি ক্লাস্টারে দায়িত্বরত সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার (এটিইও) নূর-এ লায়লা বলেন, বইয়ে থানা শিক্ষা অফিস ও সংশ্লিষ্ট স্কুলের নামে সিল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু 'ধারে প্রদত্ত, ফেরত দিতে হইবে' এ ধরনের কিছু লেখার নিয়ম নেই। সদর থানা শিক্ষা অফিসার রীনা পারভীন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, কোনো কোনো স্কুল ভুলক্রমে এ ধরনের সিল ব্যবহার করা হতে পারে। তবে এবার আর ভুল হবে না। বিষয়টি কঠোরভাবে তদারকি করা হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (ডিপিইও) অশোক কুমার সরদার বলেন, 'একসময় চাহিদার তুলনায় কম পাঠ্য বই সরবরাহ হতো তখন এটি করা হতো। কিন্তু গত তিন-চার বছর সরকার পর্যাপ্ত বই সরবরাহ করায় এ ধরনের সিল ব্যবহার করা হয়। এর পরও কোনো প্রতিষ্ঠান এ কাজ করলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বৃহত্তর খুলনা উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও নাগরিক নেতা শেখ আশরাফ-উজ-জামান এ ঘটনাকে অনৈতিক আখ্যা দিয়ে বলেন, 'যারা এসব কাজের সঙ্গে জড়িত তারা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে কলুষিত করছে। তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।'